তারিখঃ ২৯.৫.২১ – ৩০.৫.২১ ইং

**শায়েখঃ** মাহিরের একটি প্রশ্নের বিষয়ে বলছি এখানে।

আল্লাহর নির্ধারিত কোন বিষয়ে এক পক্ষ অপর পক্ষ থেকে বড় বা ছোট চিন্তা না করে আল্লাহর নির্ধারণ কে উপযুক্ত মনে করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

রাজার ছেলে হলেই আল্লাহর কাছে কেউ শ্রেষ্ঠ হয়ে যায় না, আবার মেথরের ছেলে হলেই কেউ পথভ্রষ্ট বা মূল্যহীন হয়ে যায় না। এমনকি কেউ পাপ বেশি করলেই মুত্তাকী হওয়ার রাস্তা বন্ধ হয়ে যায় না। আর অধিক নেককার হলেই তার মন্দ কাজ করার প্রবণতা বা রাস্তা বন্ধ হয় না।

ইসা নবি একবার তাঁর উম্মতদেরকে একটি ঘটনা বলছিলেন, এক নেককার আবেদ রাতে আল্লাহর কাছে বিনীত প্রার্থনা করল। এবং একলোক মন্দকাজ করে, চুরি, জিনা করে। নিজের প্রতি অবিচার করেছে। রাত জেগে আল্লাহর জন্য দাড়িয়ে নিজের পাপের জন্য ক্ষমা চাচ্ছে, হে প্রভু আমি পাপী, অযোগ্য, তোমার কাছে ক্ষমা পাওয়ার শেষ উপায় মনে করে মনে প্রাণে তওবা করছি। আমাকে শুদ্ধ করো। আমি তোমার গোলাম। তোমার কাছে ফিরে এসেছি। অপর দিকে এক আবেদ বলছে " আমি আপনার জন্যে রাত জাগ্রত হয়ে কষ্ট করে এসেছি। আমার জীবিকা হালাল পথ থেকে অর্জিত। আমি আপনার রাস্তায় তা থেকে ব্যয় করি। আমি ঐ লোকটার মত না যিনি চুরি করতে রাত জেগে থাকে। মন্দকাজ করে। পরের হক্ক নষ্ট করে। হে আমার প্রভু আমার ডাক কবুল করো।

বর্ণনাটি আরো গুছানো। তারপর তিনি প্রশ্ন করলেন এখানে কার প্রার্থনা আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে?

এখানে কে আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়ার যোগ্য?

**আবু আমাতুল্লাহঃ** প্রথমজন**,** চোরের। সে বিনয়ী। আল্লাহর সামনে নিজেকে চিনে। আর আবেদ আল্লাহর রহমতকে তার কর্মের বিনিময়ে প্রাপ্য অধিকার মনে করছে।

**শায়েখঃ** হ্যা। কারণ সে নিজেকে সত্যিকারে সোপে দিয়েছে, সে কারো সাথে নিজেকে তুলনাও করে নি।

কেবল আল্লাহর দয়ার দিকে তাকিয়ে নিজের অযোগ্যতা প্রকাশ করেছে। তারপর নিজেকে সোপে দিয়েছে। এটাকেই বলে আত্মসমর্পণকারী বা মুসলিম।

আর আবেদ নিজের ইবাদাতের ওজন নিয়ে আল্লাহর কাছে দাড়িয়েছে। নিজেকে অপর থেকে আল্লাহর দয়ার নিকট তম মনে করে অপর জনকে হেয় করেছে। সে যত দান, নেক আমল সবই করেছে আল্লাহর রহমতে। কিন্তু সেটাকে সে কিছুই না মনে করেছে।

হাজেরা যদি দাসী হয় তাতে মুহাম্মাদ বা মুসলিমদের কি আসে যায়?

**আবু আমাতুল্লাহঃ** কিছুই আসে যায় না। আল্লাহর কাছে এসব ক্লাসের মূল্য নেই।

**শায়েখঃ** অনেক মূর্খ পন্ডিত কোরআনের ভুল ব্যাখ্যা করে বলে নবিদের পিতাদের ধারাবাহিকতা পবিত্র ছিল। আজর ইব্রাহিমের বাবা ছিল না। আজর নাকি চাচা ছিল। কত যুক্তি আর ব্যাকরণের মারপ্যাঁচ বুঝাতে আসে, তারা মূর্খ। তাদের মারপ্যাঁচে অপর দিকে আরো কত আয়াতের যে অর্থ বিকৃত হয়ে যাবে সেটা মাথাই আনে না।

এরকম একটি শ্রেনি সব সময় ছিল যারা নবিদের মানুষ মনে করে না। সুপার হিউম্যান মনে করে। আর অতিরঞ্জন করে বেড়ায়। তারা বাহ্যত নবিদের প্রেমিক হলেও মুলত তারা মুশরিক।

ইউসুফ নবি বেশি সুন্দর নাকি মুহাম্মাদ এরকম আজগুবি চিন্তা ও ব্যাখ্যাও তারাই তৈরি করে, মানুষের মনে ঢুকিয়ে দেয় ওয়াসওয়াসা। মুহাম্মাদের গঠন গত বেশি সুন্দর আর ইউসুফ কালারে বেশি এই টাইপের কথা গুলো তাদেরই পূর্ব প্রজন্ম তৈরি করেছে।

আবার ইউসুফ নবির সুন্দর্য নিয়ে বলতে বলতে এমনটাই বলে যে আল্লাহর সৃষ্টির অর্ধেক সুন্দর ইউসুফ কে দিয়েছেন কি আজব ওহি তাদের কাছে এসেছে।

আজকে দল ও পতাকা নিয়ে বলবো বলেছি।

**আবু আমাতুল্লাহঃ** জি

**শায়েখঃ** রাজনৈতিক পতাকা যদি কোন বংশ, অঞ্চল, গোত্র থেকে উৎপন্ন হয় সেটা যদি খিলাফত বা হুকমত বা রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে তা এই দিক থেকে তা গ্রহণ যোগ্য।

কিন্তু যদি সেটা কোন মতবাদ, আদর্শ, তরিকা ইত্যাদিকে কেন্দ্রকে দাড়ায় সেটা বাতিল।

যেমন উসমানীয় পতাকা এটা তাদের গোত্রের পতাকা ছিল, পরে ইসলামী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে, অনুরুপ মঙ্গল ও আব্বাসীয়রা।

যদি আওয়ামীলিগের কালোপতাকা বা জামাত শিবিরে ইসলামী পতাকার বিষয়ে প্রশ্ন আসে তারা যদি ইসলামী হুকমতের পতাকা হতে প্রতিবন্ধক নাকি গ্রহণ যোগ্য হবে? কে বলতে পারবেন?

**আবু আমাতুল্লাহঃ** প্রতিবন্ধক। আদর্শ একই থাকলে অবশ্যই প্রতিবন্ধক।

**শায়েখঃ** এই পতাকা গুলো ইসলামী হুকমতের পতাকা হতে কোন প্রতিবন্ধকতা আছে? বর্তমান সৌদি রাজাদের পতাকা হলো সৌদ বংশের পতাকা।

**ফাহিম আলমঃ**

শায়েখঃ এই পতাকা গুলো ইসলামী হুকমতের পতাকা হতে কোন প্রতিবন্ধকতা আছে?

না

**শায়েখঃ**

ফাহিম আলমঃ না

কেন না?

**আবু আমাতুল্লাহঃ** শিবিরের টা নেই। আওয়ামী-লীগের টা থাকতে পারে কারণ বাঙালি জাতীয়তাবাদের ফ্লেভার আছে। যদি বাঙালিকে গোত্র হিসেবে ধরি তবে প্রতিবন্ধকতা নেই।

**ফাহিম আলমঃ**

শায়েখঃ কেন না?

এটা তাদের রাজনৈতিক পতাকা।

**শায়েখঃ**

আবু আমাতুল্লাহঃ শিবিরের টা নেই। আওয়ামী-লীগের টা থাকতে পারে কারণ বাঙালি …

আওয়ামীলিক একটি সতন্ত্র রাজনৈতিক মতাদর্শ। তাদের নিজেদের রাজনৈতিক আইডল আছে, মুজিব।

ফাহিম আলমঃ এটা তাদের রাজনৈতিক পতাকা

এটা রাজনৈতিক হলেও ভিন্ন মতাদর্শ আছে। মতাদর্শের উপর যে পতাকা রাজনৈতিক ভাবে দাড়াবে তা বাতিল বলেছি।

তবে বাংলার পতাকা হলে বৈধ হবে, কারণ এটা রাজনৈতিক মতাদর্শের না। কেবল ভুখন্ড বা অঞ্চলের।

কিন্তু যদি সেটা কোন মতবাদ, আর্দশ, তরিকা ইত্যাদিকে কেন্দ্রকে দাড়ায় সেটা বা…

ফাহিম এটা।

**আবু আমাতুল্লাহঃ** বাঙালি জাতীয়তাবাদও তো রাজনৈতিক মতাদর্শ।

**শায়েখঃ** বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের নিজস্ব কোন আইডলজি নাই। কারণ এটা ভুখন্ডের ভিত্তিতে ভিন্ন। জাতীয়তাবাদ মুলত বংশ বা গোত্র অথবা অঞ্চলের ভিত্তিতে গড়ে উঠে।

**ফাহিম আলমঃ** তাহলে বাংলাদেশের পতাকায় কোন সমস্যা নেই, সমস্যা মূলত মতবাদে।

**শায়েখঃ** এগুলোর নিজস্ব কোন মতাবাদ নির্ধারিত থাকে না।

**আবু আমাতুল্লাহঃ** তাহলে সেটা বাঙালি সংহতি/আসাবিয়্যাহর পতাকা।

**শায়েখঃ** আসাবিয়াতের পতাকাই বৈধ। কিন্তু মতবাদ বৈধ না।

**ফাহিম আলমঃ** পতাকা টা মূলত একটা পরিচয় বহন করে।

**শায়েখঃ** আসাবিয়াত মানে কোন ধর্ম না মতবাদ বা তরিকা বা আদর্শের নাম না, আসাবিয়াত ক্ষুদ্র বা বৃহত দুই দিক থেকেই হতে পারে। আর এই জগতে কেউ আসাবিয়াত থেকে পবিত্র না, স্বয়ং নবিগনও না।

আসাবিয়াত কাকে বলে? আসাবিয়তের হুকুম কী? আসাবিয়ত সব থেকে বেশি ফরজ।

**আবু আমাতুল্লাহঃ** জাতীয় সংহতিকে আসাবিয়্যাহ বলে।

**শায়েখঃ** জাতীয় বা জাতি বৈধ। কারণ সেটার নির্মান স্বয়ং আল্লাহ করেছেন। যেন একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারে। কেবল সংহতিকে আসাবিয়াত বলে না।

এটা কেবল একজনের ব্যাখ্যা। আমি তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত করেছি যেন তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারো। আর প্রত্যেক কে প্রেরণ করা হয় তারা আপন জাতির নিকট।

যদি কোন ব্যক্তি তার আপন জাতির কাছে দ্বীনের দাওয়াত না দিয়ে দূরবর্তী কোথাও সেই দায়িত্ব আদায় করবে বলে মনে করে সে প্রথম প্রস্তাব অস্বীকার করেছে। প্রতিটি নবী রাসূলের নিকট এই প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল এমন কি পরবর্তীতে সকল উম্মতের নিকট এই প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। যেন তারা আপন জাতিগোষ্ঠীর নিকট ফিরে আসে এবং সৎ কাজের আদেশ করে অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখে এটা অন্যতম ফরজ।

আসাবিয়া দুই প্রকার। এমনকি বহু প্রকারে বিভক্ত করা যেতে পারে। একটি বৈধ এবং ফরজ, অপরটি হারাম।

ইসলামের দৃষ্টিতে ঐ আসাবিয়ত কে হারাম করা হয়েছে যা দ্বীনের বাহিরে গিয়ে আপন সজনদের পক্ষ নেয়া। অর্থাৎ আপন স্বজাতি অন্যায় কাজ করা সত্ত্বেও তার পক্ষ অবলম্বন করা কে মূলত আসাবিয়াত বলে।

প্রতিটি মুসলমানের জন্য এই আসাবিয়াত ফরজ প্রত্যেকে নিজের আপন স্বজনদেরকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে। নিজের স্বজন জাতি গোষ্ঠীকে হক্ক পৌছিয়ে দিবে।

বুঝতে কোথাও সমস্যা?

কালকে দলিল গুলো তুলে ধরব। কারণ অনেকেই আসাবিয়ত নিজে করে কিন্তু বুঝে না। যেটা করার সেটা না করে উল্টাটা করে।

**আবু আমাতুল্লাহঃ**

শায়েখঃ বুঝতে কোথাও সমস্যা?

না

**ফাহিম আলমঃ**

শায়েখঃ বুঝতে কোথাও সমস্যা?

আসাবিয়্যাত হবে তাহলে দ্বীনের দিক থেকে।

**শায়েখঃ**

ফাহিম আলমঃ আসাবিয়্যাত হবে তাহলে দ্বীনের দিক থেকে।

হ্যা

**শায়েখঃ** ইজরাইল একটি জাতি। তুর্কিরাও একটি জাতি।

জাতীয়তাবাদের জন্য একত্রে অবস্থান করা শর্ত না। তবে যখন কেউ কোন জাতির নিকট অবস্থান করবে সে ওই জাতির মধ্যে গণ্য হবে।। তাকে তাদেরই আপনজন মনে করে নিয়ে তার প্রতিও হক্ক আদায় করতে হবে।

যেমন আপনার প্রতিবেশী দুর দেশেরও হতে পারে। কিন্তু তার সু্বিধা অসুবিধা বিপদ আপদে পাশে থাকা জরুরি। ফরজ এটা।

ইসলামে অনেক প্রথা বৈধ হয়েছে জাতীয়তার উপর। আনসারী ও মাক্কি।

ইয়েমেনী জাতীয়তার আধুনিক পশ্চিমা অনেকগুলো সংজ্ঞা আছে। ওই মতবাদগুলো মানুষের বানানো। আমরা রাষ্ট্রনীতি পৌরনীতি কোরআন-হাদীসে থেকেই শিখতে পারবো।

দলের ভিত্তিতে জাতিয়তা হারাম। কেবল ইসলাম ই সবার জন্য একটি পথ একটি পন্থা। একটিই দল।

একটি মাতাদর্শ কি করে একটি জাতীয়তা তৈরি করতে পারে তা কালকে বলব।